হৃদয়ের কথা অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়েই। লিখুন আপনার ভালোবাসার কথা, ভালো লাগার কথা কিংবা না বলা সেই কথাটি। আপনার আহবানে দোলা লাগতেও পারে কারো হৃদয়ে...

শুধুই তোমায় মনে পড়ে

পায়েল, শুরুতেই তোমাকে জানাচ্ছি একগুচ্ছ লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, অনেক অনেক আদর ও ভালোবাসা এবং অসংখ্য চুমু। কেমন আছো তুমি? সত্যিই ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে কেমন আছো তুমি। আজ প্রায় ২ বছর ৭ মাস যাবৎ তোমায় দেখি না, তোমার সাথে কথা হয় না, তোমার আদর পাই না। তাই আছি, বেঁচে আছি জীবন আর মরণের মাঝামাঝি। তোমার কথা আমার সব সময়, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণই মনে পড়ে। যখন মনে পড়ে তখন তোমার পুরনো চিঠিগুলো পড়ি। আবার তোমার ছবিটাকে দেখি এবং ছবিটাকেই বুকে নিয়ে আদর করি। তোমার কি আমার কথা কখনো মনে পড়ে? তোমার সাথে প্রথম দেখা, পরিচয়, বন্ধুত্ব, প্রেম, মিলন, বিরহ, আদর, ভালোবাসা, মান-অভিমান, ঝগড়া-বিবাদ– সবকিছুই আমার সবসময়ই মনে পড়ে। মনে আছে, তুমি শেষবার আমায় কোথায় আদর করেছো? হাসপাতালে আমাকে করা তোমার আদর আমার সব সময় মনে পড়ে। মনে হলে আমার ভীষণ ভালোলাগে। মনে হয়, তুমি এখনও সেরকম আদর করছো। তোমার কি মনে পড়ে? শুনেছি তুমি খুব শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসবে। শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি এবং তোমার আসার অপেক্ষায় আছি। তুমি আবার কবে আমার বুকে ফিরে আসবে? তুমি কি আবার আমার 'পরমা' হয়ে, আমার 'পায়েল' হয়ে আমার বুকে ফিরে আসবে? নাকি সময়ের ব্যবধানে অন্যরকম হয়ে ফিরবে? তুমি কী ফিরে এসে আমাকে আগের মতো ভালোবাসবে, আদর করবে? তুমি কী তোমার ওয়াদা মনে রেখেছো? ওয়াদা পালন করবে? আমি তোমায় ভীষণ ভালোবাসি! তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। আমি আগের মতোই আছি এবং তোমার সাথে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আগের মতোই থাকতে চাই। তুমি আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার বুকে ফিরে এসো। তোমার–

রাহুল, ২৮,ফি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

একটু ভালোবাসার ছোঁয়া

মানুষ সৌন্দর্যপিয়াসী। সুন্দরের পিপসা আমৃত্যু মানুষের মাঝে বিরাজমান। আমরা মানুষ। সবাই চায় সুন্দর মনের ছোঁয়া পেতে। সবাই সুন্দরের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। কে সুন্দর বা অসুন্দর তা আসল কথা নয়। আমার মতে, মানুষের মন-ই হচ্ছে আসল। সবাই চায় সুন্দর মনের একটু ছোঁয়া পেতে। কিন্তু সবাই কি তা পায়? যেমন অন্যের ব্যথায় সমব্যথি হতে জানে না, তার সম্মান করা আমি পছন্দ করি না। মানুষের হৃদয়ের দুর্দিনে একটা মানুষ তাকে হৃদয় দিয়ে চিনলো না, তার প্রয়োজন আমার এ হৃদয়ে নেই। আর তাকে অপমান, ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দেয়া সম্ভব নয়। যারা মানুষকে ভালোবাসার বদলে চোখে শ্রাবণের বারিধারা উপহারস্বরূপ দেয়, একটু আশার বিনিময়ে হৃদয়ের পটে নিরাশা বিলিয়ে দেয়, যে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গভীরে ফেলে দিতে একটুও সংকোচবোধ করে না, সে তো বিশ্বাসঘাতক, মানুষ ধ্বংসকারী এইডস্ রোগের ভাইরাস– যাদের কাছে একটু স্নেহ আশা করা যায়, আশা করা যায় একটু সাহায্যের কিন্তু তারা তো তা না দিয়ে দেয় ঘৃণা, অপমান, যন্ত্রণা আর বেদনা। মাথায় চাপিয়ে দেয় মুকুটস্বরূপ কলংক। যে কলংক এ সমাজে একবিন্দু স্থান পর্যন্ত পেতে পারে না। এটাই কি মানুষের আসল চেহারা হওয়া উচিত? আমরা মানুষেরা যদি ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণা আর কষ্টের বিনিময়ে মানুষকে একটু স্নেহ, ভালোবাসা আর সমবেদনা জানাতাম তবে আমরা সবাই সুখে বসবাস করতাম। আশা-ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতাম এ সুন্দর পৃথিবীতে। আমাদের থাকতো হৃদয়ভরা ভালোবাসা। সবাই যদি বিবেকের লাগাম টেনে মনের ঘোড়াকে সামলে রাখতে পারতাম তবে আমাদের সবার কাছে এ পৃথিবীটা স্বর্গে পরিণত হতো। আমরা মানুষ নামের জানোয়ারগুলো অন্তত ভালো হয়ে যেতাম।

এক বিজ্ঞ আরবি সাহিত্যিক বলেন, মানুষের মুখের কোনো কোনো কথা এতোই পীড়া এবং বেদনাদায়ক যে, ধনুকের চাইতেও বাঁকা ও তীরের চাইতেও মারাত্মক। কারণ ধনুকের তীর কোনো প্রাণীর গায়ে আঘাত হানলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ব্যথা অনুভূত হয়। আবার ওষুধের মাধ্যমে তা ভালোও হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মুখের কথার দ্বারা মানুষের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার কোনো ওষুধই নেই। আমরণ রোগীকে পীড়া দিতে থাকে।

একজন মানুষের মুখের কথার দ্বারা যদি সে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা না বলাই ভালো। আর ভালো কথার মাধ্যমে যদি মানুষের মন জয় করা যায় তবে ভালো কথা বলাই শ্রেয়। যদি আমার এ লেখাটি কারো ভালো লাগে তবে আমি আন্তরিকভাবে গৌরববোধ করবো।

পরিশেষে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদকসহ সকল কর্মরত ভাই-বোনদের জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা।

মোঃ হাসানুল হক (ফটিক)
এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী ২০০১
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এমন তো কথা ছিলো না

যশোর বসতপুর গ্রামের ফারুক, তোমার বড় ভাই আমার ভাইয়ার বন্ধু। সে সুবাদে তুমি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে সেই '৯৮ সালের জুলাই মাসের কথা। প্রথম দেখাতেই তোমাকে আমার খুব ভালো-লেগেছিলো। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম তোমার মুখ থেকে কিছু একটা শুনতে। তুমি যখন কিছুই বলছো না তখন আমিই বললাম, অবশ্য তুমিও তখন বললে এমন একটা কথা শোনার জন্যেই অপেক্ষায় ছিলে।

তখন থেকেই আমাদের ভালোবাসা। বাড়ির কারো কোনো আপত্তি ছিলো না। তাই এক সাথে ক্যারাম খেলা। তুমি তো নৌকা চালাতে পারতে না। তোমাকে নিয়ে আমি কতোদিন নৌকা চালিয়েছি তোমার কি এখন কিছুই মনে পড়ে না। বিশ্বকাপে ব্রাজিল বনাম ডেনমার্কের খেলায় রাত ১টায় সবাই মিলে কি আনন্দই না হয়েছিলো! পাঁচ দিন থেকে, একদিন সকালে তুমি চলে যাওয়ার কথা বললে, আমি খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। তুমি বলেছিলে, অনেক কিছু ত্যাগ করে হলেও আমাকে তুমি দুঃখ দেবে না এবং কথা দিয়েছিলে প্রতি দু'মাস পর পর আমার সাথে দেখা করবে। আর প্রতি সপ্তাহে দুটো চিঠি দেবে তুমি। '৯৯ সালে তোমার সব কথাই রেখেছিলে। হঠাৎ করে জানুয়ারি মাসে তোমার চিঠি আসা বন্ধ হলো। তুমি আমার সাথে সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে। ফারুক, তুমি কেমন আছো, কোথায় আছো আমি আজ কিছুই জানি না। আমি কয়েকটা চিঠি তোমার বাড়িতে পাঠিয়েছি কিন্তু তার কোনো উত্তর আসেনি। ফারুক আজও আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। আমি নিরুপায় হয়ে 'সাপ্তাহিক ২০০০' পত্রিকার শরণাপন্ন হলাম। তুমিই বলেছিলে 'সাপ্তাহিক ২০০০' পত্রিকা তুমি সব সময় পড়। আমার প্রতি যদি তোমার এতোটুকু ভালোবাসা থাকে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করো।

আছমা
তেলজুরি, ফরিদপুর, পোস্ট কোড-৭৮৬০

চিরকুট

একা ও মিতালীকে বলছি

স্বাগত এই নতুন শহরে, আমরাও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুঁজছি বিশ্বস্ত দু'জন বান্ধবী। আপনাদের লেখার আমন্ত্রণ রইলো। তবে আমাদেরও একটা শর্ত আছে। সেটা হলো– ঝর্ণার মতো হাসতে হবে আর প্রজাপতির মতো চঞ্চলতা থাকতে হবে। ও হ্যাঁ, আমরা কিন্তু অধূমপায়ী! সদ্য মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছি। বিশ্বাসী চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম।

সৌরভ/পল্লব, রুম নং-৬১০, ১৩৫/বি সরদার ম্যানশন, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়...

খুবই সাদামাটা জীবনের অধিকারী এক যুবক আমি। আর হৃদয়টাও কাচের মতো স্বচ্ছ। যদি কারও মন চায় তাহলে লিখতে পারেন। কোনো প্রকার ছল-চাতুরী নয়, শুধুই অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রত্যাশায় হাত বাড়ালাম। পত্রমিতালীতে আগ্রহী পাঠিকা হলে লিখতে পারেন।

মোঃ আজমল হোসেন, হাক্কানী লাইব্রেরি চট্টগ্রাম-৪২১১

'মা'য়ের সন্ধানে

এমন কেউ আছেন কি যিনি আমার 'মা' হবেন? সেই ছোটবেলায় আমি আমার মা'কে হারিয়েছি। আজো আত্মার ভেতর কাঁদে 'মা' বলে। আমার বন্ধুরা বাড়ি গিয়ে 'মা' বলে ডাকে আর আমি দেশে দেশে সন্ধান করি কোথায় আমার 'মা' আছে। এমন কেউ আছেন কি, যিনি আমাকে মায়ের স্নেহ দেবেন? বয়স ৪০ বছর পার হয়ে গিয়েছে, যার ছেলে বা মেয়ে নেই, নিঃসন্তান–এমন কেউ থাকলে লিখুন এই ঠিকানায়–

এস.এম.এ. হাসিব (লাবলু), বাসা নং-৫০ কোর্টপাড়া, মেহেরপুর ৭১০০

ফারহানা চৌধুরী (চট্টগ্রাম) কে

আপনার প্রতিটি চাওয়ার সাথে আমার বাস্তব জীবনের হুবহু মিল রয়েছে বিধায় আমার এ লেখা। আমি সংসার জীবনে ব্যর্থ নই, তবে স্ত্রী বিয়োগ। সন্তানও রয়েছে, যে কয়টা থাকলে আপনার আপত্তি থাকবে না। আমার বাড়িও চট্টগ্রামে।

যদি লেখাটি আপনার চোখে পড়ে তাহলে সংকোচ না করে ছবিসহ সরাসরি লিখবেন।

Hoque, 26, Rue Pablo Picasso 93000, Bobigny, France

তোমাকে বলছি

প্রবাসে নিঃসঙ্গ একাকী জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। শত চেষ্টা করেও মনের মতো মানুষের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়ে হৃদয় জানালা বিভাগের আশ্রয় নিলাম। মনের আবেগ অথবা উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের বশবর্তী হয়ে লিখছি না, নিরেট বাস্তবতার আলোকে এবং নিজের প্রয়োজনের তাগিতেই এই লেখা। কাজেই স্মার্ট, রুচিশীল মেয়েরা প্রতারণা অদক্ষ হলেই কেবল লিখবেন। উত্তরের প্রতিশ্রুতি রইলো।

Mosarof Hossain, Mail Box # 7215, Holy City Makkah, K.S.A

তূর্য

শুভেচ্ছা রইলো। আপনি কথাটা ঠিকই বলেছেন, ভালো একজন বন্ধু না থাকা যে মানুষের জীবনে একটি বড় অপূর্ণতা আর এই অপূর্ণতাটি আমাকেও মাঝে মাঝে কষ্ট দেয়। বোধ হয় আপনিও তার ব্যতিক্রম নন। তাই আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলাম না। কি বলবো হয়তো বা আপনার মতো একজন বন্ধুর অপেক্ষায় হয়তো বা কাউকে আজও বন্ধু হিসেবে পাইনি। অবশ্য আপনার জন্য যদি আমার নাম ঠিকানা দেখে আমাকে পছন্দ হয় তাহলে লিখবেন। আপনার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। শেষে আপনার কথা দিয়ে শেষ করলাম। বন্ধু তুমি আর একা নও, এইতো আমি তোমার পাশেই আছি।

মোঃ ইসমাইল হোসেন (ডন), C/o মোঃ আবুল হোসেন, গ্রাম : ছাতিবানী, পো: হেমায়েতপুর, থানা+ জেলা : পাবনা পো: কোড-৬৬০০

এলিফ্যান্ট রোডের পৃথাকে

জানি না কেমন আছো। হয়তো ভালো। পৃথা, আমি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না। সবসময় তোমার কথা মনে পড়ে। প্রত্যেক সকালে তুমি কলেজে যাওয়ার আগে যাকে শুভেচ্ছা জানাতে, তাকে কী করে এতো সহজে ভুলে গেলে? তুমি আগে যে নাম্বারে ফোন করতে আমাকে সেই নাম্বারে পাবে। আমি না থাকলেও আমার ঠিকানা কিংবা খবরাখবর জানতে পারবে। আশা করি, যোগাযোগ করবে। প্রতীক্ষায় রইলাম।

জে, উত্তরা, ঢাকা

প্রিয়া

তুমি যদি আমাকে ফেলে চলে যাও অন্যের ঘরে সেদিন হয়তো তাকিয়ে শুধু তোমার চলে যাওয়া নিষ্ঠুরের মতো দেখবো। আর ভাববো পৃথিবীতে প্রেম ভালোবাসা বলতে কিছু নেই। আছে শুধু ভালোবাসার নামে প্রতারণা। আর এই প্রতারণা শুধু মানুষকে হতাশা, দুঃখ, গ্লানিতে ভরে দেয়। এটা থেকে মুক্তি দেয় না। তাই বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি তোমাকে হারানোর আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

আনোয়ার

ঢাকার জুঁইকে

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০০, তোমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে। তোমাকে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তোমার কাছ থেকে বন্ধুত্বসূলভ আচরণের প্রত্যাশায়।

প্রিন্স, 171 Kualaterla, 39010, C.H Pahang-Malaysia

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিন

এখন বাংলাদেশী পাত্র-পাত্রী বাস করে বিশ্ব জুড়ে। পাত্রীর জন্যে পাত্র পাওয়া যেমন কঠিন, পাত্রের জন্য পাত্রীও মেলে না সহজে। সহজ উপায় হলো ২০০০-এ বিজ্ঞাপন। বিশ্ব জুড়ে বসবাসরত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যায় ২০০০ প্রতি সপ্তাহে। আপনার বিজ্ঞাপনটি প্রার্থিত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রতিশব্দ মাত্র ২ টাকা। টাকা মানি অর্ডার কিংবা অফিসে পৌঁছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯৪৫৯ পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১-৩